একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৩৯.০০১.২২-৫৮১

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ৩১ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র-১

বিষয়ঃ জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনের সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার, আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ, মনোনয়নপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি জারি, মনোনয়নপত্র দাখিল, মনোনয়নপত্র বাছাই এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় নির্বাচন কমিশন ৬১টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিম্নে-বর্ণিত তারিখ নির্ধারণ করে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করেছেন:

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট অথবা অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ / ৩১ ভাদ্র ১৪২৯	(বৃহস্পতিবার))
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ / ০৩ আশ্বিন ১৪২৯	(রবিবার)
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ / ১০ আশ্বিন ১৪২৯	(রবিবার)
(ঘ)	**ভোটগ্রহণের তারিখ**	:	১৭ অক্টোবর ২০২২ / ০১ কার্তিক ১৪২৯	**(সোমবার)**

ভোটগ্রহণের সময়সীমা: সকাল ০৯.০০ টা হতে বেলা ২.০০টা পর্যন্ত ইভিএম এর মাধ্যমে

২। **সময়সূচির প্রজ্ঞাপন:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে মাননীয় নির্বাচন কমিশন উপরিল্লিখিত নির্বাচন তফসিলের প্রজ্ঞাপন জারী করেছেন (সংলগ্নী-১)।

৩। **রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ:** জেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৫ অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে প্রতিটি জেলা পরিষদের জন্য ০১ জন রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত বা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। তাছাড়া মনোনয়ন বাছাইয়ে বাতিল/গ্রহণের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রত্যেকটি জেলা পরিষদের জন্য ০১ জন করে কর্মকর্তাকে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদানের বিধান রয়েছে। এলক্ষ্যে মাননীয় নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসকগণকে রিটার্নিং অফিসার এবং সিনিয়র/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণকে ক্ষেত্রবিশেষ উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তাগণকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে প্রজ্ঞাপন জারী করেছে (সংলগ্নী-২)।

৪। **আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ:** মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার(সার্বিক), অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব) ও কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কমিশনার (উন্নয়ন)-কে আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে (সংলগ্নী-৩)।

৫। **প্রকাশ্য স্থানে সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারী:** রিটার্নিং অফিসারগণ বিধি ১০ এর উপবিধি (২) অনুসারে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সময়সূচি প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি রিটার্নিং অফিসার তাঁর কার্যালয়, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা কার্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য দৃষ্টি আকর্ষণীয় স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে টাংগিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৬। **মনোনয়নপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি জারি:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১ অনুসারে নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর জনগণের জ্ঞাতার্থে, নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব আপনি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ, সময় ও ওয়েব এড্রেস উল্লেখ থাকতে হবে। অনুসরণের সুবিধার্থে উক্ত বিজ্ঞপ্তির নমুনা পরিপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হল (সংলগ্নী-৪)।

৭। **সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ:** রিটার্নিং অফিসারগণ তাঁর অধিনস্থ সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিবেন। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ আইন ও বিধি মোতাবেক রিটার্নিং অফিসারকে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করিবেন এবং কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসারের অধীনে থেকে প্রয়োজনবোধে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন।

৮। **মনোনয়নপত্রের সাথে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, আয়কর রিটার্ন ও কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি দাখিল:** বিধি অনুসারে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য এবং সাধারণ সদস্য পদে প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী (ফরম-ঢ) দাখিল করতে হবে। চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে ১২ ডিজিটের টিআইএন সনদের কপি এবং সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদের কপি দাখিল করতে হবে। তবে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য পদপ্রার্থী যদি পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশন এলাকার অধিবাসী হয়ে থাকেন, তবে তাকেও ১২ ডিজিটের টিআইএন সনদের কপি এবং সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদের কপি দাখিল করতে হবে। চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য এবং সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থী তার মনোনয়নপত্রের সাথে ৭টি তথ্য সম্বলিত হলফনামা দাখিল করতে হবে। সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসের বিবরণী (ফরম-ঢ) ও ৭টি তথ্য প্রদান বিষয়ক হলফনামার নমুনা মনোনয়নপত্রের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। মনোনয়নপত্র মুদ্রিত আকারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি ইতোমধ্যে আপনাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। হলফনামা, 'ঢ' ফরম অথবা মনোয়নপত্রের কোন অংশে কোন অসত্য তথ্য প্রদান করা যাবে না বা কোন তথ্য গোপন করা যাবে না।

৯। **মনোনয়নপত্র দাখিল:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১২ এর উপবিধি (৫) অনুসারে মনোনয়নপত্র সরাসরি বা অনলাইনে দাখিল করা যাবে। সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন প্রার্থী নিজে বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেকোন দিন অফিস সময়ে (সকাল ৮:০০টা হতে বিকেল ৩:০০ টা) রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সাধারণ সদস্য পদে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে (www.ecs.gov.bd) মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

১০। **মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধানাবলি:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধান অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান নিম্নরূপ:

(১) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নির্বাচক মন্ডলির তালিকাভুক্ত যে কোন ভোটার, স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ২০০০ এর ধারা ৬(১) এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

(২) ধারা ৬ এর (১) এর অধীন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকলে-

(ক) ধারা ৪ (১) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধারা ১৪(২) এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের নির্বাচক মন্ডলির তালিকাভুক্ত যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন;

(খ) ধারা ৪ (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত সদস্য পদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধারা ১৪ (১) এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের নির্বাচক মন্ডলির তালিকাভুক্ত যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

(৩) ধারা ৪ ও ৬ এর বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র-

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক' ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সদস্যের জন্য ফরম 'ক-২' মাধ্যমে দাখিল করতে হবে;

(খ) প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে;

(গ) মনোনয়নপত্রে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য, ক্ষেত্রমত, তফসিল-২, তফসিল-৩ ও তফসিল-৪ এ উল্লিখিত প্রতীকসমূহের মধ্য হতে তার পছন্দমত প্রতীক উল্লেখ করতে হবে; এবং

(ঘ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে, যথা:-

(অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমা প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ ট্রেজারি চালান;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ধারা ৬ এর উপধারা (২) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নহেন মর্মে তার স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র;

(ই) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক এ মর্মে একটি ঘোষণা থাকবে যে, তাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে একই পদের অন্য কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেননি; এবং

(ঈ) চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে ১২ ডিজিটের টিআইএন সনদের কপি এবং সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদের কপি ;

তবে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য পদপ্রার্থী যদি পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশন এলাকার অধিবাসী হয়ে থাকেন, তাকেও ১২ ডিজিটের টিআইএন সনদের কপি এবং সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের রসিদের কপি দাখিল করতে হবে।

(উ) চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থী তার মনোনয়নপত্র যথাক্রমে ফরম 'ক', 'ক-১' ও 'ক-২' এর সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা, যাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংযোজন করতে হবে:

(১) তদ্‌কর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(২) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(৩) অতীতে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারি মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকলে উহার রায় কি ছিল;

(৪) তার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(৫) তার আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ;

(৬) তার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত বিবরণী; এবং

(৭) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে তদকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ।

(৪) কোন ভোটার প্রস্তাবক হিসেবে অথবা সমর্থক হিসেবে চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি পদের বিপরীতে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করবেন না এবং যদি কোন ভোটার অনুরূপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করেন, তা হলে এরূপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৫) জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৫) অনুসারে মনোনয়নপত্র সরাসরি বা অনলাইনে দাখিল করা যাবে: যথা:

(ক) সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে এবং রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করবেন; বা

(খ) কোন প্রার্থী অনলাইনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে-

(অ) প্রার্থী প্রথমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটের নির্ধারিত লিংকে প্রবেশ করে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, জন্ম তারিখ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলার নাম এন্ট্রি করে রেজিস্ট্রেশন করবেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার সাথে সাথেই তিনি একটি ইউজার নেইম ও পাসওয়ার্ড পাবেন।

(আ) প্রাপ্ত ইউজার নেইম ও পাসওয়ার্ড দিয়া লগইন করার পর চেয়ারম্যান পদের জন্য মনোনয়নপত্র ফরম-ক, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য পদের জন্য মনোনয়নপত্র ফরম ক-১ এবং সদস্য পদের জন্য মনোনয়নপত্র ফরম ক-২ পাবেন।

(ই) প্রার্থী অনলাইনে সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্রটি পূরণ করবেন। মনোনয়নপত্র পূরণ সম্পন্ন হওয়ার পর পূরণকৃত তথ্যাদি সঠিক আছে কি না তা যাচাই করার পর উক্ত পূরণকৃত মনোনয়ন ফরমটি প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী ও প্রার্থী স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

(ঈ) স্বাক্ষরিত মনোনয়ন ফরম, জামানতের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান এবং উপবিধি (৩) এর (উ) তে উল্লিখিত হলফনামা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির যথাযথস্থানে স্বাক্ষর করতঃ স্ক্যান করে পিডিএফ (Portable document format) আকারে দাখিল করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের পর প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল ফোনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এস এম এস এর মাধ্যমে দাখিলের বিষয় নিশ্চিত করা হবে।

(উ) রিটার্নিং অফিসার অনলাইনে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র ফরম-খ তে লিপিবদ্ধ করে ক্রমিক নম্বর প্রদান করবেন। প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর মনোনয়নপত্রে পঞ্চম খন্ডে উল্লেখপূর্বক প্রার্থীর নাম, দাখিলের তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করবেন এবং রিটার্নিং অফিসার কখন, কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তা উল্লেখ করে স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদানপূর্বক পিডিএফ ফাইলের মাধ্যমে অনলাইনে প্রার্থীকে প্রদান করবেন।

(ঊ) অনলাইনে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদির মূল কপি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত দিনে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করবেন এবং দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের সাথে এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন যে, অনলাইনে দাখিলকৃত কাগজপত্রের সাথে মূল কপির অবিকল মিল আছে।

(৬) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটানিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে ।

(৭) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করবেন এবং তিনি কখন এবং কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করবেন।

(৮) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে দাখিল করলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

১১। **মনোনয়নপত্র প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান:** সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিলের পর পরই রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রদান করবেন। উক্ত প্রাপ্তিস্বীকার রসিদে কোথায়, কোন্ তারিখ ও কোন্ সময়ে মনোনয়নপত্র বাছাই করা হবে তার উল্লেখ থাকবে। উক্ত প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ মনোনয়নপত্রের সাথে সংযোজিত রয়েছে।

১২। **মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তালিকা প্রস্তুত:** রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে তাতে বর্ণিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর নাম ও ভোটার নম্বর ফরম-'গ' অনুসারে প্রস্তুত করে তার কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এরূপ কোন স্থানে টাংগিয়ে দিবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং প্রয়োজনে অন্যদের সরবরাহ করবেন।

১৩। **জামানত:** চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে জামানত হিসেবে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা রিটার্নিং অফিসারের অনকূলে জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান জমা দিতে হবে। কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হবে না। জামানতের টাকা জমা দেয়া না হলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন না। রিটার্নিং অফিসার জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' অনুসারে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রার্থী জামানতের টাকা "৬/০৬০১/০০০১/৮৪৭৩" কোডে জমা দিবেন।

১৪। **মনোনয়নপত্র বাছাই:** (১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ অনুসারে সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন। মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করার সময় প্রার্থীগণ, তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তাঁর নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাঁদেরকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করবেন। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়নপত্রের ক্ষেত্রে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে রিটার্নিং অফিসার তা নিষ্পত্তি করবেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রাক্কালে যাতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ঋণ খেলাপিদের তথ্য নিয়ে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারি মামলা সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি সম্পদ বিবরণীর তথ্যসহ, স্থানীয় জেলা পরিষদ প্রতিনিধিদের আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের তথ্য নিয়ে বা ঠিকাদারদের তালিকা নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন সে জন্য রিটার্নিং অফিসার তাঁদের/তাঁদের প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করবেন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করতে হবে।

১৫। **মনোনয়নপত্র বাছাই এর সময় রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক যে বিষয়সমূহ দেখতে হবে:** স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ২০০০ অনুসারে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করলে, কোন ব্যক্তি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন ২(দুই) বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং মুক্তি লাভের পর ৫ বৎসর অতিক্রান্ত না হলে, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের ঠিকাদার হলে বা আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিগণের মনোনয়নপত্র বাতিল করতে হবে।

১৬। **মনোয়নপত্র বাছাইকালে রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান:** মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ এলাকাভুক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার এবং উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাছাড়া মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাইকালে এবং অন্যান্য সময়ে রিটার্নিং অফিসারের সাথে প্রয়োজনে প্রশাসনের অথবা অন্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তাকে সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করতে পারবেন।

১৭। **মনোনয়নপত্র বাতিলের পদ্ধতি:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৪ বিধির (৩) উপবিধি অনুসারে রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে, অথবা উপবিধি (১) এ উল্লিখিত নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রার্থীকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির সামনে মনোনয়পত্রসমূহ পরীক্ষা করবেন। তাছাড়া উল্লিখিত উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তদ্‌বিবেচনায় রিটার্নিং অফিসার সংক্ষিপ্ত তদন্ত পরিচালনা করতে পারবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,

(ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার যোগ্য নহেন; বা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করবার যোগ্য নহেন; বা

(গ) বিধি ১২ বা ক্ষেত্রমত, বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয়নি; বা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর জাতীয় পরিচয়পত্রে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সাথে যাচাই অন্তে সঠিক পাওয়া না গেলে; বা

(ঙ) বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) এর দফা (গ) এর উপদফা (উ) এর অধীন হলফনামা দাখিল করা হয় নাই, বা দাখিলকৃত হলফনামায় অসত্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়েছে বা হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্যের সমর্থনে যথাযথ সার্টিফিকেট, দলিল, ইত্যাদি দাখিল করা হয়নি:

তবে শর্ত থাকে যে,-

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নহে, যেমন- প্রার্থীর বা প্রস্তাবকারীর বা সমর্থনকারীর বা ভোটার এলাকার বা নির্বাচনি এলাকার নামের বানান ভুল অথবা তাদের কারো পরিচিতি নম্বর বা ভোটার নম্বর ত্রুটিপূর্ণ হলে, এরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করবার জন্য সুযোগ প্রদান করতে পারবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন না।

১৮। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণ:** বিধি ১৪ এর উপবিধি (৪) অনুসিারে রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ করে বা বাতিল করে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন।

১৯। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের:** বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে বিধি ১৪(৩) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলে উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন। তাছাড়া বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র গ্রহণ সম্পর্কে প্রদত্ত রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন।

২০। **আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ:** মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের জন্য নির্বাচন কমিশন বিধি ১৫ (৩) অনুসারে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রত্যেকটি জেলা পরিষদের জন্য ০১ জন করে কর্মকর্তাকে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োগ করবে এবং বিধি ১০ এর উপবিধি (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন বা উপবিধি (৩) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারির সময়েই উক্তরূপ নিয়োগ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে ।

২১। **আপিল নিষ্পত্তি:** মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল, সরাসরি অথবা যেরূপ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে সেরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, আপিল দায়েরের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তি করতে হবে এবং অনুরূপ আপিলের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

২২। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রণয়ন:** বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করবেন। তবে বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে যদি কোন আপিল দায়ের করা হয়ে থাকে, তাহলে আপিলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পূর্বে প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের চূড়ান্ত তালিকা ফরম ''ঘ'' তে প্রস্তুত করে রিটার্নিং অফিসার তাঁর অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাংগিয়ে প্রকাশ করবেন। তবে এক্ষেত্রে ফরম 'ঘ' এর নমুনা অনুসারে কম্পিউটারে উক্ত তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

২৩। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত নোটিশ দ্বারা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন বা উহার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা প্রার্থী কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোন প্রতিনিধি মারফত দাখিল করে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবে। বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ কোন অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাবে না। তাছাড়া বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুসারে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের কোন নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে রিটার্নিং অফিসার যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত দস্তখত প্রার্থীর, তাহলে তিনি নোটিশের একটি ফটোকপি তাঁর অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে দিবেন।

২৪। **ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২০ এর বিধান অনুসারে ভোটগ্রহণের পূর্বে বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৫। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন:** জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচনে বিধি ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী অথবা বিধি ১৭ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা বিধি ২০ এর অধীন বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যুর পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা যদি একজন হয়, তা হলে রিটার্নিং অফিসার বিধি ১০ এর উপবিধি (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবেন এবং কমিশনের নিকট ফরম ''ঙ'' তে একটি বিবরণী প্রেরণ করবেন এবং তাঁর অফিসের নোটিশ বোর্ডে উল্লিখিত বিবরণীর কপি টাংগিয়ে দিবেন।

২৬। **প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে যদি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সদস্য হিসেবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয়, তাহলে উক্ত পদের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১)(ঘ) এর অধীন ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখের অন্তত দশ দিন পূর্বে বিধি ২২ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি তাঁর কার্যালয়, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা কার্যালয় ও জেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করবেন।

২৭। **বাংলা বর্ণমালা ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকা প্রস্তুতকরণ:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২২ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্রে বর্ণিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম ও ঠিকানা এবং বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত একটি তালিকা ফরম ''চ'' অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রস্তুত করবেন। উল্লেখ্য, উক্ত তালিকা ফরম 'চ' অনুসারে কম্পিউটারে প্রস্তুত করতে হবে। বিধি ২২ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত তারিখের পরের দিন, নির্বাচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্টকে ফরম-''চ'' অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকার অনুলিপি সরবরাহ করবেন। উক্ত তালিকায় ভোটগ্রহণের তারিখ ও ভোটগ্রহণের সময়সীমাও উল্লেখ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরিত ফরম-চ এর উপরের ডানদিকের কোণায় অবশ্যই ভোটার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

২৮। **মনোনয়নপত্র সম্পর্কিত তথ্যাবলি সরবরাহ:** মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের দিন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলি রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঐ দিনই সংগ্রহ করা হবে। **মনোনয়নপত্র দাখিলের সংখ্যা, মনোনয়নপত্র বাতিল, মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা, গৃহীত আপিলের সংখ্যা, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ও তাঁদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম অফিস রেকর্ড হিসেবে রাখার জন্য এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সংবাদ মাধ্যমকে সরবরাহ করার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জরুরি ভিত্তিতে ঐ দিনই**

প্রয়োজন হবে। ফলে রিটার্নিং অফিসারগণ স্ব স্ব জেলা পরিষদভিত্তিক উক্ত তথ্য বিবরণী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ইন্ট্রানেটে, টেলিফোন ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে সরবরাহ করবেন। এ বিষয়ে প্রথম হতেই সংশ্লিষ্ট টেলিফোন অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে নির্ধারিত তারিখগুলিতে টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য বিবরণী সংগ্রহ করতে অসুবিধা না হয়। একই কাজে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কর্তব্যরত কর্মকর্তাদের সঙ্গে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করার সুবিধার্থে টেলিফোন নম্বর সম্বলিত একটি তালিকা যথাসময়ে রিটার্নিং অফিসারগণকে সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও এ সকল তথ্য Candidate Information Management System (CIMS) এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলি নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়ালে দেয়া হয়েছে।

২৯। **সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখা:** জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত শুক্রবার ও শনিবারসহ সকল সরকারী ছুটির দিনে ও কার্যদিবসে সকাল ৮.০০ টা হতে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত এবং প্রয়োজনবোধে বিকাল ৩.০০ টার পরেও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়সহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস খোলা রেখে কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হবে। সেই সাথে জরুরী প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে উল্লিখিত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্যও অনুরোধ জানাতে হবে। উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থীতা প্রত্যাহার সকাল ৮.০০ টা হতে বিকাল ৩.০০ টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩০। **তফসিলি ব্যাংকে নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৫০ অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট বা যেক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট হন সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ব্যক্তিগত খরচ ব্যতিত বিধি ৪৯ এর অধীন শুধু নির্বাচনি ব্যয় পরিচালনার জন্য যেকোন তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব খুলবেন এবং উক্ত ব্যাংক হিসাব হতে নির্বাচনি খরচের সকল অর্থ ব্যয় করবেন। উল্লিখিত ব্যাংক একাউন্ট প্রত্যেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিধি ৪৯ এ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য ও সদস্য পদে সর্বোচ্চ ১(এক) লক্ষ টাকা এবং খরচের বিল ভাউচার ও বিবরণীর প্রদানের বিধান রয়েছে।

৩১। **নির্বাচনির ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল:** জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৫১ অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনি ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হওয়া ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনি ব্যয়ের একটি রিটার্ন দাখিল করতে হবে। ব্যয়ের রিটার্নের সাথে ব্যাংক স্টেটম্যান্টও জমা দিতে হবে বিধায় তাদের বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে।

৩২। **আইন ও বিধিমালা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ:** স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ২০০০, জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬, জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এবং প্রচলিত অন্যান্য আইন ও বিধিমালা অনুসারে জেলা পরিষদ নির্বাচনের সমুদয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এই পরিপত্রের কোন বিষয় বা অংশ অথবা নির্দেশনা উল্লিখিত আইন ও বিধিমালার সাথে অসামাঞ্জস্য হলে বা অস্পষ্ট প্রতীয়মান হলে সেসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের কপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (সংলগ্নী-৫)।

৩৩। **আচরণ বিধি প্রতিপালনের জন্য প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগ্রহণ:** প্রার্থীগণ যাতে আচরণ বিধি পরিপালন করে মনোনয়নপত্র দাখিল, প্রার্থীতা প্রত্যাহার ও নির্বাচনি প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে তার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় আচরণ বিধির কপি সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র গ্রহণকারীকে মনোনয়নপত্রের সাথে প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের কপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (সংলগ্নী-৬)।

৩৪। **মাননীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ/আদেশ প্রতিপালন:** জেলা পরিষদের কোন চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা সদস্য নির্বাচনের বা প্রার্থিতার বিষয়ে মাননীয় আদালত কোন আদেশ প্রদান করলে আদেশ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে মাননীয় আদালতের আদেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় আদালতের আদেশের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞ এডভোকেট কোন প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করলে প্রত্যয়ন পত্রে উল্লিখিত আদেশ নিশ্চিত হলে প্রয়োজনে প্রত্যয়নপত্র প্রদানকারী এডভোকেটের সহিত আলাপ করে নিশ্চিত হতে হবে। তবে মাননীয় আদালতের আদেশ বিজ্ঞ এডভোকেটের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। মাননীয় আদালতের আদেশ প্রতিপালন করে তা অবশ্যই লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৩৫। **সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠান:** আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। উক্ত বৈঠকে মনোনয়নপত্র পূরণ, আচরণ বিধির বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে ধারনা প্রদান, আচরণ বিধি লংঘনের শাস্তি, বিধিমালার বিধিতে বর্ণিত অপরাধসমূহ এবং অপরাধের দন্ড ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা দেয়া অত্যাবশ্যক। সর্বোপরি উক্ত বৈঠকে সকলকে সহযোগিতার আহ্বান জানাতে হবে। সম্ভাব্য

প্রার্থীদের উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ রিটার্নিং অফিসার, পুলিশ সুপার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে দিক নির্দেশনা দিতে পারেন।

৩৬। **ভোটার তালিকা:** জেলা পরিষদ নির্বাচনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা এবং জেলা পরিষদের ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচক মন্ডলির ভোটার তালিকা অর্থাৎ ০২টি ভোটার তালিকা ব্যবহার করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে) এর মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ২০০০ এর ধারা ১৭ এর অধীন গঠিত নির্বাচক মন্ডলি এবং জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪ এর অধীন প্রণীত জেলা পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্বাচক মন্ডলির তালিকা হতে প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকার ভোটার হিসেবে ভোট প্রদান করবেন। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত আপাতত বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ সংশ্লিষ্ট জেলাভুক্ত অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত জেলার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডভুক্ত এলাকার ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৩৭। **ছবিসহ ভোটার তালিকার ব্যবহার:** জেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অপর দিকে সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডভুক্ত এলাকার ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। তাছাড়া নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট হওয়ার জন্যও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটার তালিকায় নাম থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাই মনোনয়নপত্র বাছাই, নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট নিয়োগের জন্য রিটানিং অফিসার ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন।

৩৮। **ছবিছাড়া ভোটার তালিকার ব্যবহার:** প্রার্থী হওয়ার জন্য, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্ট নিয়োগের জন্য ছবি ছাড়া ভোটার তালিকা ব্যবহার করবেন।

৩৯। **ভোটার তালিকার সিডি:** নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণার পূর্বেই প্রতিটি জেলা পরিষদের জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবহৃত ছবিসহ ও ছবিছাড়া ভোটার তালিকার ওয়ার্ডভিত্তিক সিডি সরবরাহ করা হবে। বিধি ৯ অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই সংশ্লিষ্ট জেলার আইনের ধারা ৬(১)(গ) এর অধীন উল্লিখিত ভোটার তালিকার একটি সফ্টকপি এবং ধারা ১৭ এর অধীন প্রস্তুতকৃত জেলা পরিষদের নির্বাচক মন্ডলির ভোটার তালিকা সরবরাহ করবেন।

৪০। **ভোটদানের জন্য ভোটার তালিকা:** জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ১৭ ও ধারা ১৮ এ জেলা পরিষদের ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচক মন্ডলি ও ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। বিধান অনুসারে প্রত্যেক জেলার অর্ন্তভুক্ত সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে) এর মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমন্বয়ে উক্ত জেলার পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচক মন্ডলী গঠিত হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকবে। নির্বাচক মন্ডদলীর সদস্য নন এরূপ কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না। জেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোটার তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি পরিষদের নির্বাচনে ভোটদানের পূর্বে যদি নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হারান তাহলে তিনি উক্ত নির্বাচনে ভোট দান করতে পারবেন না বা উক্ত নির্বাচনের জন্য ভোটার বলে গণ্য হবেন না।

৪১। **ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ:** জেলা পরিষদ নির্বাচন-২০২২ উপলক্ষে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সদস্য পদে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হবে। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে আইটি বিষয়ে দক্ষ জনবল নিয়োগ করাসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ও ইতোপূর্বে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে এমন বিভিন্ন নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সময়ে সময়ে জারিকৃত পরিপত্র/নির্দেশনার আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪২। **ভোটার তালিকার সিডি বিক্রয়:** জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ছবিছাড়া ভোটার তালিকার সিডি ক্রয় করে তা ব্যবহার করতে হবে। এজন্য মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় প্রতিটি ইউনিয়ন এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার প্রতিটি সাধারণ ওয়ার্ডের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত টাকা) হারে ট্রেজারি চালান/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে টাকা জমা দিতে হবে। ট্রেজারি চালানের কোড "১-০৬০১-০০০১-২৬৩১"। উল্লেখ্য, কোন অবস্থাতেই কোন ভোটার, প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট বা অন্য কারো নিকট ছবিসহ ভোটার তালিকার সিডি বিক্রয় করা যাবে না। ছবিসহ ভোটার তালিকা শুধুমাত্র নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ব্যবহার করবেন।

- ৬৩৮-

৪৩। **বিভিন্ন পরিপত্র, নির্দেশনা ইত্যাদি রিটার্নিং অফিসারকে সরবরাহ করাঃ** জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন হতে যে সকল পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি জারি করা হবে তা Intranet এর মাধ্যমে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসারদের নিকট এবং ডাকযোগে বিভাগীয় কমিশনার, উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ উক্ত পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ, ফরম ইত্যাদি প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে রিটার্নিং অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরকে প্রদান করবেন। ফ্যাক্স বা ডাকযোগে এত অধিক পরিমান পাঠানো সম্ভব হবে না বিধায় এ ব্যবস্থায় প্রেরণ করা হবে। কোন উপজেলায় Intranet সুবিধা না থাকলে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ প্রিন্ট বের করে কুরিয়ার সার্ভিসে বা বিশেষ বাহক মারফত উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪৪। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

৩১/০৮/২০২২

সংলগ্নী: উপরে বর্ণিত

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২
ফোন: ৯১৮০৬৫৩

বিতরণ: ১। জেলা প্রশাসক, ... (সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
২।সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার ...... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩। অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসার...... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৫। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৬। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৩৯.০০১.২২-৫৮১

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৯ / ৩১ আগস্ট ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব,... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৭. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮. সচিব, ... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
১০. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল) বিভাগ
১৩. অতিরিক্ত কমিশনার (সংশ্লিষ্ট)...............................(সকল বিভাগ) ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১৪. পুলিশ কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৫. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. প্রকল্প পরিচালক (ইভিএম প্রকল্প), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ইভিএম কাস্টমাইজেশন ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৮. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েব ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং অনলাইনে মনোনয়নপত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]

১৯. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অবহিতকরণ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
২০. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সংশ্লিষ্ট)
২১. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
২২. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৩. সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট ও অর্থ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৪. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সংশ্লিষ্ট)
২৫. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৬. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৭. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৮. অফিসার-ইন-চার্জ, ...(সংশ্লিষ্ট) থানা।

(মোহাম্মদ মোশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৫৯
Email: ecsemc2@gmail.com

সংলগ্নী-৪

বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, মাননীয় নির্বাচন কমিশন এতদ্দারা স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১০ অনুযায়ী জেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এবং সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সময়সূচি ধার্য করিয়া প্রজ্ঞাপন জারি করিতেছেন:

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট/অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ / ৩১ ভাদ্র ১৪২৯ (বৃহস্পতিবার)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ / ০৩ আশ্বিন ১৪২৯ (রবিবার)
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	:	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ / ১০ আশ্বিন ১৪২৯ (রবিবার)
(ঘ)	**ভোটগ্রহণের তারিখ**	:	**১৭ অক্টোবর ২০২২ / ০১ কার্তিক ১৪২৯ (সোমবার)**

ভোটগ্রহণের সময়সীমা: সকাল ০৯.০০ টা হতে বেলা ২.০০টা পর্যন্ত ইভিএম এর মাধ্যমে

০২। সেহেতু, এক্ষণে আমি..... ..... (নাম) (পদবি) ও রিটার্নিং অফিসার উক্ত বিধিমালার বিধি ১১ অনুযায়ী এতদ্দারা বিজ্ঞপ্তি জারি করিতেছি যে, ... জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র আমার কার্যালয় .....এ এবং আমার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় .....এ অথবা নির্বাচন কমিশনের www.ecs.gov.bd ওয়েব এ্যাড্রেসে অনলাইনে মনোনয়নপত্র আগামী..... তারিখ অথবা উক্ত দিনের পূর্ববর্তী যে কোন দিনে সকাল ৮.০০ টা হতে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।

তারিখ:.....

রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর